এই পথ চলা

শুজা রশীদ

৯ – পাত্র বাছাই

সন্ধ্যায় দাওয়াত। লতার বান্ধবী মনিকার বাসায়। আমার যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। সেখানে আমার ঘনিষ্ট বন্ধুদের কেউ থাকবে না। অর্ধপরিচিত ভদ্রলোকদের সাথে খুব ভদ্রচিতভাবে কথাবার্তা বলতে হবে, বায়ু এলে খুব চেপে চেপে দিতে হবে, খাবার পর মন খুলে ঢেকুর তোলা যাবে না। অনেক অসুবিধা। কথাবার্তাও হবে নীচুগলায়, শুদ্ধ ভাষায়। লতার বান্ধবীদের বাসায় গিয়ে আমার আচার আচরণে সামান্য ত্রুটিও তার তীক্ষ্ণ নজর এড়ায় না। জানত আমি সহজে যেতে চাইব না। বলল, "খুব মজার একটা ব্যাপার হবে আজকে।"

গল্পের আঁচ পেয়ে কান খাড়া হল। "একটু ঝেড়ে কাঁশো।"

"আজকের এই দাওয়াতের পেছনে একটা কারণ আছে। মনিকার বড় বোনের মেয়ে সুমনা আজকে ঘোষনা দেবে সে কাকে বিয়ে করবে।" লতা ফাঁস করল।

সুমনার বয়েস ত্রিশের কিছু বেশী। মেয়েটি খুবই সুন্দরী এবং স্মার্ট কিন্তু তার বর ভাগ্য খুবই মন্দ। পরিষ্কার করে কিছুই জানি না। লতাকে চেপে ধরতে যে কাহিণী বেরিয়ে এলো তারপর সেই দাওয়াতে না যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

সুমনা যখন ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ারে তখন একটি শ্বেতাঙ্গ ছেলের সাথে তার খুব ভাব হয়ে গেল। তার নাম রন। চোখের আড়াল হলেই দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যায়। বাবা মায়ের ভয়াবহ অমতে সেই ছেলেটিকে বিয়ে

করল। দু'জনে একটা এপার্টমেন্ট ভাড়া নিল। তিন মাস পর মাতাল অবস্থায় ছেলেটি প্রথম তার গায়ে হাত তোলে। নেশা ছোটার পর সে খুব কান্নাকাটি করে মাফ চাইল। সুমনা ভাবল একটা ভুল করেছে। আর হবে না। মাস দুয়েক পর আবার একই ঘটনা। এবার পুলিশ ডাকল সুমনা। রনকে হাত কড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হল। দুই দিন পর সুমনাই গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এল। মানুষ তো ভুল করেই। তিন বারের বার হাসপাতালে যেতে হল সুমনাকে। বাবা মায়ের বাড়ীতে ফিরে এলো সে। রনকে ডিভোর্স দিল। রন খুব কান্নাকাটি করল। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকল সুমনা।

গ্রাজুয়েশন শেষ করে চাকরী নিল। নিজের এপার্টমেন্ট নিল। তার বাবা – মা খুব কষ্ট পেল, কিন্তু সুমনা নিজের পায়ে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর। চাকরীতে সে ভালো করছে। পদবী বাড়ছে। কিন্তু একবার ঘা খেয়ে সে এতো হুঁশিয়ার হয়ে গেছে যে আর কোন পুরুষকেই তার পছন্দ হয় না। তার বাবা মা প্রচুর ছেলে দেখেন, কিন্তু সুমনা কারো সাথেই দেখা করতে রাজী হয় না। অবশেষে এক ভারতীয় ছেলেকে তার মনে ধরল। তিন মাস পর ছেলেটি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। বিয়ের ঠিক আগে খবর এলো ছেলেটির মুম্বাইতে একটি বউ আছে। জেনে শুনে এই বিয়ে করা সম্ভব নয়। সুমনা বিয়ে ভেঙে দিল। ভাঙার আগে মদের বোতল দিয়ে বাড়ি দিয়ে ছেলেটার কপাল ফাটিয়ে দেয়ায় তার বিরুদ্ধে কেস হল । পরে ভালোয় ভালোয় সেটা মিটে যায়। এই ঘটনার পর সুমনা একেবারেই বেঁকে বসল। ঘোষনাই দিল জীবনে আর বিয়ে ফিয়ে করবে না।

কিন্তু বছর দুয়েক বাদে হঠাৎ করেই পরিস্থিতি পালটে গেল। সুমনার অফিসে দুটি পরিবর্তন হল। তার আগের বস চাকরি পালটে ফেলায় সেখানে আরেক ভদ্রলোক এলেন। মাঝবয়েসী ডিভোর্সি, বিত্তশালী, ভদ্র স্বভাবের। সুমনার টিমের একজন সিনিয়র কর্মী রিটায়ার করায় তার স্থানে এলো একজন সুদর্শন তরুণ। হাসি খুশী, চমৎকার ব্যবহার। অচিরেই সুমনা একটা সমস্যায় পড়ে গেল। তার বস এবং সুদর্শন সহকর্মী দু' জনাই তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল। বসকে ক্ষেপাতে চায় না সে। যুবকটাকে অবহেলা করতে পারে না। সে গোপনে দুই জনার সাথেই ডেট করতে শুরু করল। এদিক সেদিক বেড়াতে যাওয়া, একসাথে খাওয়া দাওয়া করা, রোমান্টিক

আলাপ সালাপ, তার বেশী কিছু নয়। বার বার সে একই ভুল করতে রাজী নয়।

সব ভালোই চলছিল। সুমনার সময়টা ভালো কাটছিল। বস তাকে দিচ্ছে দামী উপহার, নিয়ে যাচ্ছে দামী রেস্টুরেন্টে আর অন্যদিকে যুবকটা তাকে নিয়ে যায় ড্যান্স ক্লাবে, কন্সার্টে, উদ্দাম পার্টিতে – সে কোন বন্ধনে না জড়িয়ে বেশ আনন্দেই ছিল। প্রায় মাস ছয়েক এভাবে চলার পর সে যা ভয় করেছিল সেটাই হল। দু' জনাই তাকে প্রেমিকা থেকে স্ত্রীর মর্যাদায় তুলে নেবার জন্য অসম্ভব উদগ্রীব হয়ে উঠল। সুমনা এটা সেটা বলে কাটিয়ে যায়। বিয়ে সে করতে রাজী নয়। দু' বার আঘাত খেয়ে তার ভালোই শিক্ষা হয়েছে।

কিন্তু অনেক কষ্ট করেও সে শেষ রক্ষা করত পারল না। এক উইক এন্ডে বসের সাথে ব্লু মাউন্টেইন হলিডে রিসোর্টে বেড়াত গেছে। একটা দু' কামরার সুইট ভাড়া করেছে বস। যার যার নিজস্ব কামরা। বসের মনে যে অন্য বাসনা নেই তা নয়, কিন্তু জানে সুমনার সাথে বেশী বাড়াবাড়ি করলে সে একেবারে বেঁকে বসতে পারে। বরং তার যখন সময় হবে তখনই না হয় যা করার করা যাবে।

শীতকাল। বস স্কী করতে ওস্তাদ। সুমনা খান দুই ক্লাশ নিয়েছে। দু' জনে বেশ স্কীয়িং করছিল। সুমনার অপটুতা নিয়ে বেশ রসিকতা চলছিল। ঠিক সেই সময় হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হল যুবক। সেও তার বন্ধুদের সাথে এসেছে স্কী করতে, বসের সাথে সুমনাকে দেখে তার হার্ট ফেল করতে যা বাকী। সুমনা চেষ্টা করল ব্যপারটাকে হালকা করতে কিন্তু বস সেটা কিছুতেই হতে দেবে না। সে গলা বাড়িয়ে বলল, "আমি আর সুমনা শীঘ্রই বিয়ে করতে যাচ্ছি।"

যুবকের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। বিশাল একটা সিন ক্রিয়েট হল। সে কিছুক্ষণ হাউ মাউ করে কাঁদল সবার সামনে। সুমনাকে সে এতো ভালোবাসে যে তার জন্য জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে, সেক্ষেত্রে কি করে

সুমনা তার হৃদয় নিয়ে এভাবে খেলতে পারল? তার কান্না থামতে সে বসকে আমৃত্যু ডুয়েলে আহবান করল। যে বাঁচবে সে সুমনাকে পাবে। এই কথা শূনে বসের মুখ রক্ত শূন্য হয়ে গেল। এই ছেলে তাকে পিটিয়ে ঝুরঝুরা করে দেবে। বস সেই আহবানে সড়া না দিয় নতুন প্রস্তাব দিল। "সুমনাই সিদ্ধান্ত নিক সে কাকে চায়। অযথা মারপিট করার কি প্রয়োজন?"

চারদিকে কয়েক শ' মানুষ জড় হয়ে গেল তামাশা দেখতে। সবাই সুমনাকে তাড়া দিচ্ছে দুই জনার এক জনকে বেছে নিতে। সে কাকে বাছবে তাই নিয়ে টাকা পয়সাও বাজী ধরা শুরু হয়েছে। কি বিপদ? সুমনা ঝোঁকের বশে কোন সিদ্ধান্ত নিতে চায় না। কি করবে ভাবছে এমন সময় একজন বর্ষীয়ান ভদ্রলোক বললেন, "আচ্ছা, মেয়েটাকে সবাই মিলে এমন চেপে ধরলে হবে? ওর তো একটু সময় দরকার। ওকে এক সপ্তাহ দেয়া যাক। তারপর ও ঘোষনা দেবে কাকে ও বিয়ে করবে।"

এই প্রস্তাব সবাই মেনে নিল। সেদিনই বাড়ীতে ফিরে এলো সুমনা। মায়ের চেয়ে খালা মনিকার সাথেই ভাব বেশী। তাকে ফোন করে বলল এক সপ্তাহ পরে তার বাসায় সবাইকে ডাকতে। সেই পার্টিতে সে তার বিয়ের পাত্র পছন্দ করবে।

আজ সেই দিন। শনিবার রাত। এই কাহিণী শোনার পর আমি লক্ষী ছেলের মত লতার সঙ্গ নিলাম।

সুমনার খালার বাসায় গিয়ে দেখলাম বিশাল হৈ হৈ রৈ রৈ কান্ড। চারদিকে লোকে লোকারণ্য। তার ছয় বেডরুমের বিশাল বাসা গম গম করছে। বোঝাই গেল সবাই বেশ একটা নাটক ফাটক দেখবে বলে অনেক আশা নিয়ে এসেছে।

প্রচুর খাবার দাবারের ব্যবস্থা। কোথাও কোন কার্পণ্য নেই। কিছু পরিচিত মানুষদের সাথে দেখা হল। রাত নটা। কনে কিংবা হবু বরদের তখনও কোন দেখা নেই। সাড়ে নয়টার দিকে যুবক হাজির হল। সুটেড বুটেড। ঝক মক করছে। দেখেই মনে হচ্ছে আজকের এই লড়াইয়ে সে যে জিতে

যাবে তাতে তার কোন সন্দেহ নেই। জনতা তাকে দেখে সরবে গুঞ্জন করে উঠল।

দশটার দিকে এলো সুমনার বস। নতুন মার্সিডিজে চড়ে, দামী স্যুট চড়িয়ে। পাকা চুলে কলপ লাগিয়ে চান্দি পর্যন্ত কালো করে ফেলেছে। তাকে দেখে আরেক পশলা গুঞ্জন উঠল।

এবার কনের আসার পালা। একটা একটা করে মিনিট গড়াচ্ছে। অপেক্ষার পালা আর শেষ হয় না। রাত এগারোটা। মনিকা বার বার সুমনাকে ফোন করে মেসেজ রাখছেন, টেক্সট করছেন কোন লাভ হচ্ছে না। সুমনার কোন হদিস নেই। মহিলা খুবই লজ্জিত। এতো মানুষের সামনে তাকে এভাবে অপদস্থ করবে মেয়েটা? তা কি হয়?

হবু বর দু'জনাও ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে। সুমনার প্ল্যানটা তারাও ধরতে পারছে না। সুমনা কি তাহল পিছিয়ে গেল? তার কোন বিপদ হল না তো? ফোনের পর ফোন যাচ্ছে, সুমনার কোন খোঁজ নেই।

মাঝ রাতের একটু পরে সুমনার ফোন এলো। মনিকার কাছে। তিনি প্রচন্ড ক্ষেপে গিয়ে বললেন, "এটা তোর কেমন কাণ্ডজ্ঞান? সবাই তোর জন্য অপেক্ষা করছে এখানে।"

সুমনার উত্তর আমরা শুনতে পেলাম না কিন্তু মনিকাকে মাথা চেপে ধরে মেঝেতে বসে পড়তে দেখে সবাই বুঝলাম কান্ড কিছু একটা হয়েছে। পার্টি ভেঙে গেল।

রহস্য ফাঁস হল পর দিন। জানা গেল সুমনার সাথে ভাগ্যচক্রে তার প্রথম স্বামী রনের দেখা হয়ে গিয়েছিল দিন তিনেক আগে, এক রেস্টুরেন্টে। তাদের পুরানো প্রেম আবার এমন উথলে ওঠে যে তারা পর দিনই বিয়ে করে ফেলে এবং দু' দিন বাদে, শনিবারে, বাহামায় হানিমুন করতে যায়।

এই খবর শুনে আমি হেঁড়ে গলায় গুনগুনিয়ে উঠি, "আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো..."

লতাকে কুলকুলিয়ে হাসতে দেখে আমার আওয়াজ আরেক পর্দা বেড়ে যায়।